

20032 - রোযা রখে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হওয়ার হুকুম?

প্রশ্ন

আমি রোযা রখে আমার স্বামীকে “আমি আপনাকে ভালোবাসি” বলা ক’জায়যে? আমার স্বামী প্রত্যাশা করেন যে, আমি রোযার মধ্য তাকে বলব: “আমি তাকে ভালোবাসি”। আমি তাকে বলছি যে, এটি জায়যে নই। তিনি বলেন যে, এটি জায়যে আছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কথিবা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে অন্তরঙ্গ হতে দোষের কিছু নই। তবে শরত হলো তারা বীর্যপাত করা থেকে নিজদেরকে নিরাপদ মনে করা। যদি তারা নিজদেরকে বীর্যপাত হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ মনে না করেন; যমেন কউে যদি তীব্র উত্তেজনার অধিকারী হন এবং স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হলে বীর্যপাত করার মাধ্যমে নিজের রোযা নষ্ট করার আশংকা করেন: তাহলে তার জন্য এটি জায়যে হবে না। যাহেতে এটি তার রোযাকে নষ্ট করার সম্মুখীন করবে। একই বধিান প্রযোজ্য হবে যদি মযী (কামরস) বরে হওয়ার আশংকা করেন। [আল-শারহুল মুমতী (৬/৩৯০)]

যে ব্যক্তি বীর্যপাত করবেন না মরমে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন তার জন্য চুম্বন করা ও অন্তরঙ্গ হওয়া জায়যে হওয়ার পক্ষ দলিল হচ্ছে সহি বুখারী (১৯২৭) ও সহি মুসলমি (১১০৬) কর্তৃক আয়শো (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস যাতে তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রখে চুম্বন করতেন এবং ঘনিষ্ঠ হতেন। তিনি ছিলেন তার যটন চাহদিক নয়িন্ত্রণে সর্বাধিক সক্ষম ব্যক্তি”।

সহি মুসলমি (১১০৮) আমর বনি সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেসে করছেন যে, রোযাদার ক’চুম্বন করবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইনাকে (উম্মে সালামাকে) জিজ্ঞেসে কর। তখন উম্মে সালামা জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি করতেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: চুম্বন ছাড়া সহবাসের আব্বায়ক অন্য যা কিছু আছে; যমেন জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি সিগেলোর হুকুমও চুম্বনের হুকুমে মত; কোন পার্থক্য নহে।[আল-শারহুল মুমতী(৬/৪৩৪) থেকে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আপনি আপনার স্বামীকে নছিক আপনি তাকে ভালোবাসনে বলাতে কিংবা তিনি আপনাকে এমন কিছু বলাতে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।